‘কাদের সিদ্দীকি’ কাদের পক্ষে?

ভূমিকাঃ সম্প্রতি গত কয়েকমাস ধরে বীর মুক্তিযোদ্ধা কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম, এর বিভিন্ন দ্বায়িত্বহীন এবং অসামঞ্জস্যর্পূন বক্তব্যে সাধারন মানুষের বিশেষত, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সর্মথকদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। দুখঃজনক হলেও সত্যি, এক সময়ের বীর মুক্তিযোদ্ধা কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম, অতিরঞ্জিত, মিথ্যা বা আংশিক সত্য তথ্যদিয়ে বার বার তার বক্তব্য সাজিয়েছেন, বিশ্বাসযোগ্যতা র্অজনের লক্ষ্যে!

কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম, এর মধ্যে অনেক দিন ধরেই বিভিন্ন ত্যাগী এবং শ্রদ্ধেয় ব্যাক্তির্বগ; যেমন রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান (ভাষা সৈনিক, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক এবং জননেতা), সংসদের ডেপুটি স্পিকার র্কনেল শওকত আলী (অবঃ) (আগরতলা ষঢ়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক) কে ‘হেয় প্রতিপন্ন করার প্রবনতা’ অনেকের মনেই কষ্ট দিয়েছে, আর অনেকেই হয়েছেন প্রচন্ডভাবে বিরক্ত ।

কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম, সেখানেই থেমে থাকেন নাই, প্রাক্তন আমলা এবং র্বতমান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ম, খা আলমগীর এবং আশিকুর রহমান’কে রাজাকার বলার মধ্য দিয়ে, বীর মুক্তিযোদ্ধা কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম, রাজাকারের সংজ্ঞা, সময়কাল এবং এর পরিধি বিস্তৃত করার ফলে, ফলে এক পর্যায়ে অনেকেই কাদের সিদ্দীকি বীর উত্তম’কে ও রাজাকার বলা শুরু করেছেন!

জামায়াত এর প্রচার মাধ্যম, দিগন্ত টি ভি এবং নতুনদিগন্ত সংবাদপত্রের নিয়মিত আলোচক এবং লেখক কাদের সিদ্দীকি’র সাম্প্রতিক কালের বক্তব্য এবং অবস্থানে সাধারন মানুষের মধ্যে বেশ কিছু প্রশ্নের উদ্রেক হয়েছে; যেমন কে রাজাকার, কাদের সিদ্দিকী কি রাজাকার? ৭১ এর কিংবদন্তী কাদের সিদ্দিকীর হঠাৎ কেন আজ এই ধরনের স্ব (মুক্তিযুদ্ধ)-বিরোধী অবস্থান এবং ‘**কাদের সিদ্দীকি’ কাদের পক্ষে** কাজ করছেন?

কে বা কারা রাজাকার? ১৯৭১ সালে ২৫/২৬শে র্মাচ এর কিছুদিন পর পাকিস্তানী দখলদার বাহিনী তাদের হত্যা, লুণ্ঠন এবং র্ধষনের সহযোগী হিসাবে স্বাধীনতা বিরোধীদের দিয়ে কূখ্যাত রাজাকার বাহিনী তৈরী করে।

১৯৭১ সালের শেষ দিকে জামায়াতে ইসলামী এবং সমমনা পাকিস্তানপন্থী দলগুলি তাদের দলীয় ক্যাডার দিয়ে তৈরী করে ঘাতক আল-বদর এবং আল-শামস বাহিনী। এই আল-বদর এবং আল-শামস বাহিনী'ই বুদ্ধিজীবি হত্যাকান্ড ঘটায়। রাজাকার এবং আল-বদর এবং আল-শামস বাহিনী একই উদ্দেশ্যে গঠিত এবং সম-পর্যায়ে ঘৃনিত এবং এর সদস্যরা চরম শাস্তির যোগ্য। রাজাকার এবং আল-বদর এবং আল-শামস সর্মাথক শব্দ (যেমন, ফটোকপি এবং জেরক্স); এবং সাধারন ভাবে রাজাকার বলতে আমরা এই তিন-বাহিনী'র সদস্যদের'কেই বুঝি।

যেহেতু, এই সকল কূখ্যাত বাহিনী গুলি ১৯৭১ সালের ২৫/২৬শে মার্চের পর পাকিস্তানীদের হত্যা, লুণ্ঠন এবং র্ধষনের সহযোগী হিসাবে গঠিত হয়। তাই এই সব বাহিনীর প্রতিটি সদস্য এবং সংগঠক, স্বজ্ঞানে এবং স্ব-ইচ্ছায় পাকিস্তানী দখলদার বাহিনী এবং তাদের হত্যা, লুণ্ঠন এবং র্ধষনের সহযোগী হিসাবে যোগ দেয় তা বলাই বাহুল্য।

রাজাকার হিসাবে এই সব বাহিনীতে যোগদানের আগেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হয় এবং মুক্তিযূদ্ধ শুরু হয়ে যায়। তাই শুধুমাত্র এই সকল বাহিনী'র সদস্যদের'ই ঘৃনিত 'রাজাকার' বলা হয় এবং 'রাজাকার' শব্দটির প্রয়োগ শুধুমাত্র এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। 'রাজাকার' শব্দটির যত্রতত্র অপপ্রয়োগ, রাজাকারদের প্রতি ঘৃনা বা এদের কৃত অপরাধের তীব্রতা কমিয়ে দিতে বাধ্য।

প্রসঙ্গত উলেক্ষ্য, ১৯৭১ সালে বেশ কিছু পাকিস্তান-পন্থী মানুষ চাইত, পাকিস্তান টিকে থাকুক অথচ, একই সাথে তারা কিন্তু রাজাকার এবং আল-বদর এবং আল-শামস বাহিনীতে যোগ দেয় নাই বা পাকিস্তানী হানাদার'দের প্রতক্ষ্য বা পরক্ষ সহায়তা করে নাই। তাই এই ধরনের নিরীহ পাকিস্তানী সর্মথেক'দের'ও রাজাকার বলা অনুচিত।

১৯৭১ সালে যে সকল বাঙ্গালী সরকারী বা আধা সরকারী চাকুরীতে র্কমরত ছিলেন (সামরিক, আধা-সামরিক এবং পুলিশ- আনসার ব্যাতীত), তাদের'কে রাজাকার বলা বা রাজাকারের সাথে তূলনা করা সর্ম্পূন উদ্দেশ্য প্রনোদিত এবং পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ধরনের লাগামহীন বক্তব্য রাজাকার'দের পাপ'কে লঘু প্রমান করতে সহায়তা করে এবং ভবিষ্যতেও করবে।

কাদের সিদ্দীকি কি রাজাকার? একজন রাজাকার, সব সময়ই রাজাকার (যেমন একজন চোর বা খুনী সবসময়ই চোর বা খুনী, চুরি বা খুন করার পর, পরর্বতীতে জীবনে ভাল কাজ করলেও আইনের চোখে সে একজন চোর বা খুনী হিসাবেই শাস্তি তার প্রাপ্য); অন্যদিকে একজন মুক্তিযোদ্ধা, কিন্তু সব সময়ই মুক্তিযোদ্ধা না। একজন মুক্তিযোদ্ধা, সময় এবং পরিস্থীতির সাথে সাথে তিনি তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং অবস্থান পরির্বতন করতে পারেন, তিনি মুক্তিযুদ্ধের আর্দশ থেকে সরে যেতে পারেন এবং হতে পারেন বিতর্কিত।

যেমনটি, করেছিলেন, মেজর জলিল (প্রথমে জাসদ এবং পরর্বতীতে খেলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়ে), কর্নেল জিয়াউদ্দিন আহমেদ (সিরাজ শিকদার'এর সব্বহারা পার্টি'তে যোগ দিয়ে), ভালুকার মেজর আফসার নিজেই আফসার বাহিনী গঠন করে।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পর যেমন নতুন করে মুক্তিযোদ্ধা হবার সুযোগ নেই, তেমনি নতুন করে রাজাকার হবার'ও সুযোগ নেই। তাদের কার্যকলাপ বা ভূমিকার জন্য তাদের'কে অন্য নামে বা বিশেষনে সম্বোধন করা যেতে পারে, যেমন মৌলবাদী, র্ধমান্ধ ইত্যাদি। আমাদের সবারই একটা সাধারন সত্য মনে রাখা উচিত, জামায়াতে ইসলাম যেমন একটা রাজনৈতিক দল এবং এই দলের বিরোধীতা করলেই যেমন কেউ ইসলাম বিরোধী বা নাস্তিক হয়ে যায় না; তেমনি আওয়ামী লিগের বিরোধীতা করলেই কেউ রাজাকার বা স্বাধীনতা বিরোধী হয়ে যায় না।

মেজর জলিল'কে যেমন শুধুমাত্র খেলাফত আন্দোলনে যোগ দেওয়ার কারনে রাজাকার বলা সর্ম্পূন অযৌক্তিক এবং অনুচিত। একইভাবে কাদের সিদ্দিকী বিভিন্ন সময়ে দ্বায়িত্বহীন এবং অসামঞ্জস্যর্পূন বক্তব্যের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সর্মথকদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন এই কথা সত্য, কিন্তু তাই বলে তাকে 'রাজাকার' বলা সর্ম্পূন অযৌক্তিক এবং অনুচিত।

কাদের সিদ্দিকী'কে রাজাকার বলে আখ্যায়িত করার পরের দিনই কাদের সিদ্দিকী লেখার মাধ্যমে এর জবাব দেন। তিনি ভারতীয় জেনারেল'দের বই পড়ার এবং নিয়াজী'কে কবর থেকে তুলে জিজ্ঞাসা করার প্রস্তাব দেন! ১৯৭১ সালে ফিডেল ক্যাস্ট্রো'র মত দেখতে কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম, ছিলেন একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং অতন্ত্য বড় মাপের মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক। তার এই অবদানের কথা আমরা সবাই জানি, এই জন্য ভারতীয় বা পাকিস্তানী জেনারেলদের বই পড়ার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

হঠাৎ কেন আজ কাদের সিদ্দিকীর এই ধরনের মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী বক্তব্য বা অবস্থান?
কাদের সিদ্দিকী আসলে হঠাৎ করে বেসামাল হয়ে পড়েন নাই। এই প্রশ্নের জবাব খুজতে হলে আমাদের অনেকটা পিছন ফিরে তাকাতে হবে। যদিও র্বতমানে কাদের সিদ্দিকী সব সময়ই নিজেকে 'গঙ্গার জলে ধোওয়া তূলসী পাতা'র (অথবা র্বতমান পরিস্থীতি'তে জামায়াত এবং বি, এন, পির'র কাছে নিজেকে ধার্মিক মুসলমান প্রমানের জন্য হয়তবা 'জমজমের পানিতে ধোওয়া কাফনের কাপড়ের) মত পরিস্কার এবং শুদ্ধ বলে দাবী করে চলেছেন। দুষ্টলোকের কথায় কান না দিয়ে, কাদেরিয়া বাহিনীর ঘনিষ্ঠতম সহযোদ্ধাদের বই গুলি পড়ে দেখি।

স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং স্বাধীনতা উত্তর কাদের সিদ্দিকীঃ কাদের সিদ্দিকী ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় অফিসার নয়, সাধারন সৈনিক হিসাবেই পশ্চিম পাকিস্তানের কোন এক রনাঙ্গনে যুদ্ধ করেন (১)। সামরিক প্রশিক্ষনের মত, কাদের সিদ্দিকী কখনোই তার এই অতীত নিম্ন-পদবী'র কথা মনে হয় ভুলতে পারেন নাই, তাই বিভিন্ন সময়ে তার এই মানসিক দৈন্যতা, তার বিভিন্ন কার্যকলাপে সহযোদ্ধাদের কাছে প্রকট ভাবে ফুটে উঠেছিল।

১৯৭১ সালে যখন সফিউল্লাহ, জিয়া, তাহের এবং খালেদ মোশাররফের মত সেক্টর কমান্ডার'রা মেজর হিসাবে যুদ্ধ করছিলেন; সেই সময়ে কাদের সিদ্দিকী তার বাহিনী'র অধিনায়ক'দের ক্যাপ্টিন (ক্যাপ্টেন), মেজর তো বটেই, এমনকি ব্রিগেডিয়ার(!) পদেও নিয়োগ দেন (!)। কাদের সিদ্দিকী ছিলেন কাদেরিয়া বাহিনীর সামরিক প্রধান, বেসামরিক প্রধান ছিলেন আনোয়ার উল আলম শহীদ (তদানীন্তন ছাত্রনেতা, পরর্বতীতে রক্ষীবাহিনীর উপ-প্রধান, স্পেনে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত)। আনোয়ার উল আলম শহীদ'এর ভাষ্যে আমরা জানতে পারি, "১৪ ডিসেম্বর হঠাৎ আমি খেয়াল করেছিলাম যে কাদের মেজর জেনারেলের র‍্যাঙ্ক পরেছে। এটা নিয়ে মিত্রবাহিনীর অফিসারদের কানাঘুষা আমার আর নুরুন্নবীর কানে এসেছিল। সেজন্য ১৭ ডিসেম্বর মেজর জেনারেলের র‍্যাঙ্ক সে খুলে ফেলে (২)।

মূলত ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর থেকেই শুরু হয়, খ্যাতি আর সাফল্যের শিখর থেকে কাদের সিদ্দিকীর নৈতিক অধঃপতন। ১৮ ডিসেম্বর পল্টন ময়দান'এ চারজন দালাল'কে বিদেশী টেলিভিশনের সামনে কাদের সিদ্দিকী বেয়নেট দিয়ে খুচিয়ে হত্যা করেন । বিদেশী ক্যামেরাম্যানদের সামনে বেয়নেট দিয়ে হত্যার চিত্র নিমিষেই সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ল। ফলে যুদ্ধের সমইয়ে বাংলাদেশের প্রতি বিশ্ব সমাজের যে-শুভেচ্ছা ও সহানুভূতি তৈরী হয়েছিল, তখন থেকেই তাতে ভাটা পড়তে শুরু করে (২, ৩)। ২০ ডিসেম্বর মুজিবনগর সরকার কাদেরের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করলেন (২)।

স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার র্কতৃক প্রথম গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয় কাদের সিদ্দিকী'র বিরূদ্ধে, এই বেয়নেট দিয়ে হত্যার মাধ্যমে ক্ষমতা এবং আইনের অপব্যাবহারের জন্য।

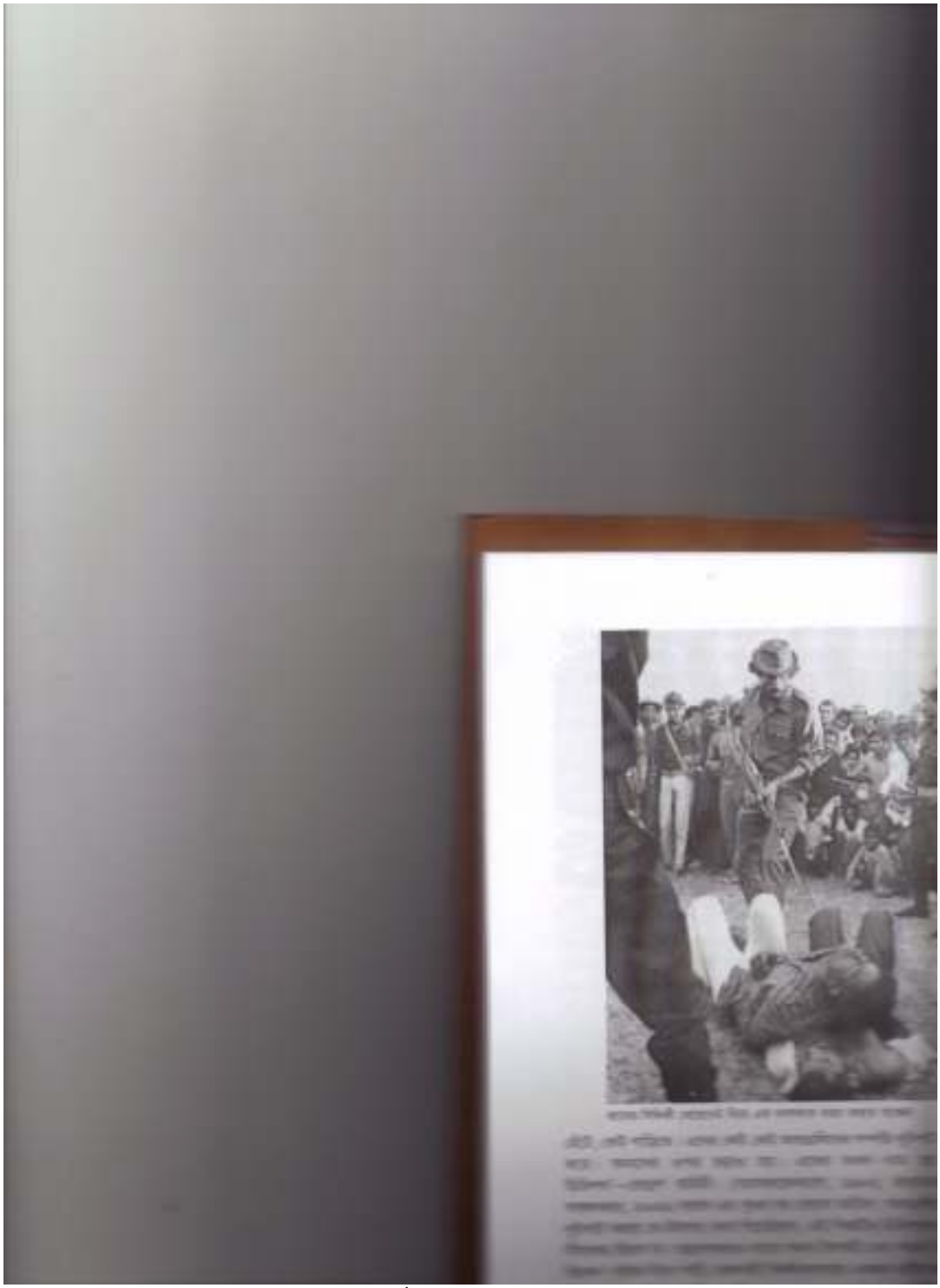

ফটোঃ মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর একটি র্নিদলীয় ইতিহাস, গোলাম মুরশিদ

ফটোঃ আমার একাত্তর আমার যুদ্ধ, ডঃ নুরুন নবী

(চলবে)

তথ্যসূত্রঃ

১। স্বাধীনতা ৭১, কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম
২। একাত্তর আমার শ্রেষ্ঠ সময়, আনোয়ার উল আলম শহীদ
৩। মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর একটি নির্দলীয় ইতিহাস, গোলাম মুরশিদ
৪। আমার একাত্তর আমার যুদ্ধ, ডঃ নুরুন নবী

নাজমুল আহসান শেখ, ১৭ মার্চ ২০১৩ সিডনী